বণিক বার্তা
25 MAY 2026

সৌদি-বাংলাদেশ চেম্বারের সঙ্গে বৈঠক

সৌদিতে রফতানি বাড়াতে খাতভিত্তিক পরিকল্পনায় জোর বাণিজ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে রফতানি বাড়াতে প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে খাতভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। সৌদি আরব-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এসএবিসিসিআই) একটি প্রতিনিধি দল গতকাল বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তার দপ্তরে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ কথা বলেন।

খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, 'বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে যে নামটির প্রতিনিধিত্ব করা হয়, সেটি হলো বাংলাদেশ। সংগত কারণে দেশের ভাবমূর্তি, রফতানি সক্ষমতা ও দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।'

বাংলাদেশের রফতানি এখনো তৈরি পোশাক খাতনির্ভর উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের বাজারে বাংলাদেশের ওষুধ, চামড়াজাত পণ্য, পাটপণ্য, খাদ্যপণ্য এবং সৌদি ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি পোশাক রফতানির বড় সুযোগ রয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে প্রচলিত ধারা থেকে বেরিয়ে খাতভিত্তিক পরিকল্পনা নিতে হবে।'

প্রবাসী কর্মীদের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'বিদেশে কাজ করতে যাওয়া মানুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে ব্যক্তি, পরিবার ও দেশ—সবাই উপকৃত হবে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ বাংলাদেশের জন্য বড় সম্পদে পরিণত হতে পারে।'

এসএবিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি দলের উদ্দেশে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোন খাতে কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন, কোথায় নীতিগত সহায়তা দরকার এবং কোথায় আর্থিক বা খাতভিত্তিক সহযোগিতা দরকার এসব বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে হবে। বাস্তবসম্মত প্রস্তাব পেলে সরকার তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে।'

বৈঠকে এসএবিসিসিআই সভাপতি আশরাফুল হক চৌধুরী বলেন, 'সৌদি আরবের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবার জন্য বড় ধরনের রফতানি ও বাণিজ্য সম্ভাবনা রয়েছে। সরকারি সহায়তা ও সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া গেলে ২০২৭ সালের মধ্যে দেশটিতে আমাদের রফতানি ১০০ কোটি ডলারে উন্নীত করা সম্ভব।

প্রতিনিধি দলটি আরো জানায়, সৌদি ভিশন ২০৩০, ওয়ার্ল্ড এক্সপো এবং বিশ্বকাপকে সামনে রেখে শিক্ষা, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, গ্রিন টেকনোলজি, পরিবেশ, মরুভূমি বনায়ন, কৃষি ও খাদ্য খাত এবং ক্ষুদ্র ঋণভিত্তিক অর্থায়নের মতো খাতে বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
25 MAY 2026

খেলাপি হওয়ায় নতুন ঋণ দিতে ব্যাংকগুলোর অনীহা, এবারো বিপর্যয়ের শঙ্কা চামড়া শিল্পে

ইমামুল হাছান আদনান ■

এক দশক আগেও দেশের সম্ভাবনাময় রফতানি খাতগুলোর অন্যতম ছিল চামড়া শিল্প। তৈরি পোশাকের পর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বড় উৎস হিসেবে এ খাতকে ঘিরে বিপুল প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু ২০১৩ সাল-পরবর্তী সময়ে বিপর্যয়ে পড়া চামড়া শিল্পের সংকট দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছে। গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এবারো কাঁচা চামড়া সংগ্রহে তৈরি হয়েছে বিশৃঙ্খলা ও ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার শঙ্কা।

ঈদুল আজহার আগে প্রতি বছরই কাঁচা চামড়া কেনার জন্য ট্যানারিগুলোকে ঋণ দেয়া হয়। কিন্তু গত কয়েক বছরে ব্যাংকগুলোর দেয়া ঋণ আদায় হয়নি। বিতরণকৃত বেশির ভাগ ঋণ খেলাপি হয়ে যাওয়ায় চামড়া খাতে ঋণ দিতে ব্যাংকারদের মধ্যে অনীহা তৈরি হয়েছে। ফলে এ খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবেই কমছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকগুলোর তথ্য বলছে, চামড়া কেনায় ২০২৫ সালে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেয়ার লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ৬৪৪ কোটি টাকা। বিপরীতে মাত্র ৬৫ কোটি টাকার নতুন ঋণ বিতরণ করা হয়। এর আগে ২০২৪ সালেও চামড়া খাতে ১২৫ কোটি টাকার নতুন ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। ২৮ মে দেশে ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এবার এক কোটির বেশি গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া কোরবানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এত বিপুলসংখ্যক পশুর চামড়া সংরক্ষণে ব্যাংক ঋণ বিতরণের লক্ষ্য ধরা হয়েছে মাত্র ২২৮ কোটি টাকা। তবে গত বছরের মতো এবারো বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১০০ কোটির নিচে নেমে আসতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

কাঁচা চামড়া কেনা ও প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে সম্পৃক্তরা বলছেন, সরকার সারা দেশে লবণ সরবরাহসহ চামড়া সংরক্ষণে বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু ঋণ না পেলে গত কয়েক বছরের মতো এবারো ঈদুল আজহা ও তার পরের দুই-তিনদিন চামড়া নিয়ে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রে অতীতের মতো সংগ্রহকারীরা চামড়া বিক্রি করতে না পেরে ক্ষতির মুখে পড়বেন।

ঈদুল আজহার টানা সাতদিনের সরকারি ছুটি শুরুর আগে গতকাল ছিল শেষ কর্মদিবস। এদিনও অনেক ব্যাংক গ্রাহকের অনুকূলে চামড়া কেনার ঋণ অনুমোদন চূড়ান্ত করতে পারেনি। কারণ এ খাতের বেশির ভাগ গ্রাহক খেলাপি হওয়ায় ঋণ অনুমোদন দেয়া যায়নি বলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক নির্বাহীরা বণিক বার্তাকে জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক প্রতি বছরই চামড়া কেনায় ঋণ দিয়ে আসছে। কিন্তু ব্যাংকটির কোনো গ্রাহকই যথাসময়ে ঋণ ফেরত দিতে পারেননি। বর্তমানে চামড়া খাতে রূপালী ব্যাংকের

এরপর » পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

চামড়া রফতানি

অর্থবছর	কোটি ডলার
২০১৫-১৬	২৭.৭৯
২০২৪-২৫	১২.৮২
২০২৫-২৬*	১০.৮৩
চামড়া খাতে মোট ব্যাংক ঋণ স্থিতি	১৫,০২৮ কোটি টাকা

*জুলাই-এপ্রিল

সূত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২৪ সালে চামড়া কেনায় ১২৫ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ দেয়া হলেও গত বছর তা ৬৫ কোটি টাকায় নেমে আসে। চলতি বছরও ব্যাংকগুলো এ খাতে ঋণ বিতরণ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরে চামড়া কেনায় ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২২৮ কোটি টাকা, গত বছর এ লক্ষ্যমাত্রা ৬৪৪ কোটি টাকা ছিল

ঋণ রয়েছে ৭৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪৫৩ কোটি টাকাই খেলাপি। বাকি ৩১৪ কোটি টাকা পুনঃতফসিল করা হয়েছে। কিন্তু কোনো গ্রাহকই শর্ত মেনে ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত না হওয়ায় এ বছর চামড়া খাতে ঋণ বিতরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রূপালী ব্যাংক পর্ষদ।

খেলাপি হওয়া সত্ত্বেও চলতি বছর চামড়া খাতে ৯১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে অগ্রণী ব্যাংক। তবে শেষ পর্যন্ত কত টাকা বিতরণ করা সম্ভব হবে, সেটি নিয়ে ব্যাংকটির কর্মকর্তাদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। এ বিষয়ে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম বণিক বার্তাকে বলেন, 'চামড়া কেনায় ৯১ কোটি টাকা বিতরণের বিষয়ে আমাদের পর্ষদ অনুমোদন দিয়েছে। সমস্যা হলো, এ খাতের ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগ খেলাপি। এ কারণে ঋণ বিতরণ করা কঠিন হয়ে গেছে।'

চামড়া শিল্পের বিপর্যয়ের সূত্রপাত ২০১৩ সালে, হাজারীবাগ থেকে সাভারে ট্যানারি স্থানান্তরের পর। তখনই এ শিল্পের কাঠামোগত সংকট প্রকট হতে শুরু করে। তবে সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে ২০১৯ সালের কোরবানির ঈদে। সে বছর সরকার নির্ধারিত দাম থাকলেও মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়ন হয়নি। দেশের বিভিন্ন স্থানে কাঁচা চামড়া পানির দামে বিক্রি হয়, কোথাও কোথাও তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে বা ফেলে দিতে দেখা যায়। মৌসুমি ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের বড় অংশ এ ব্যবসা থেকে সরে যেতে শুরু করেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সাভার ট্যানারি শিল্পনগরীতে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) কার্যকর না হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিবেশগত মানদণ্ড পূরণ সম্ভব হয়নি। এতে বাংলাদেশের ট্যানারিগুলো দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক 'লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ' (এলডব্লিউজি) সনদ পেতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর প্রভাব পড়েছে রফতানিতে। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের বড় অংশ বাংলাদেশী চামড়া এড়িয়ে যেতে শুরু করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য বলছে, এক দশক আগে ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও দেশ থেকে ২৭ কোটি ৭৯ লাখ ডলারের চামড়া রফতানি হয়েছিল। কিন্তু গত এক দশক তা ধারাবাহিকভাবে কমেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশ থেকে মাত্র ১২ কোটি ৮২ লাখ ডলারের চামড়া রফতানি হয়েছে। আর চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) রফতানি হয়েছে মাত্র ১০ কোটি ৮৩ লাখ ডলারের চামড়া। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চামড়া খাতে বর্তমানে ১৫ হাজার ২৮ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ রয়েছে।

এবার যাতে কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে বিশৃঙ্খলা না হয়, সেটির জন্য সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বেশকিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঢাকায় প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৬২-৬৭ টাকা, যা গত বছর ছিল ৬০-৬৫ টাকা। অন্যদিকে ঢাকার বাইরে প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয় ৫৭-৬২ টাকা, যা গত বছর ছিল ৫৫-৬০ টাকা। আর খাসির চামড়ার দাম প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত ২৫-৩০ ও বকরি ২২-২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ঢাকা ও ঢাকার বাইরে কার্যকর হবে। চামড়া সংরক্ষণের জন্য সারা দেশের মাদরাসা, এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে [illegible] কোটি [illegible] লাখ টাকার লবণ দিয়েছে সরকার।

বিপর্যয়ের শঙ্কা চামড়া শিল্পে

ইমামুল হাছান আদনান ■

এক দশক আগেও দেশের সম্ভাবনাময় রফতানি খাতগুলোর অন্যতম ছিল চামড়া শিল্প। তৈরি পোশাকের পর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বড় উৎস হিসেবে এ খাতকে ঘিরে বিপুল প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু ২০১৩ সাল-পরবর্তী সময়ে বিপর্যয়ে পড়া চামড়া শিল্পের সংকট দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিয়েছে। গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এবারো কাঁচা চামড়া সংগ্রহে তৈরি হয়েছে বিশৃঙ্খলা ও ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার শঙ্কা।

ঈদুল আজহার আগে প্রতি বছরই কাঁচা চামড়া কেনার জন্য ট্যানারিগুলোকে ঋণ দেয়া হয়। কিন্তু গত কয়েক বছরে ব্যাংকগুলোর দেয়া ঋণ আদায় হয়নি। বিতরণকৃত বেশির ভাগ ঋণ খেলাপি হয়ে যাওয়ায় চামড়া খাতে ঋণ দিতে ব্যাংকারদের মধ্যে অনীহা তৈরি হয়েছে। ফলে এ খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবেই কমছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকগুলোর তথ্য বলছে, চামড়া কেনায় ২০২৫ সালে ব্যাংকগুলোর ঋণ দেয়ার লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ৬৪৪ কোটি টাকা। বিপরীতে মাত্র ৬৫ কোটি টাকার নতুন ঋণ বিতরণ করা হয়। এর আগে ২০২৪ সালেও চামড়া খাতে ১২৫ কোটি টাকার নতুন ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। ২৮ মে দেশে ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এবার এক কোটির বেশি গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া কোরবানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এত বিপুলসংখ্যক পশুর চামড়া সংরক্ষণে ব্যাংক ঋণ বিতরণের লক্ষ্য ধরা হয়েছে মাত্র ২২৮ কোটি টাকা। তবে গত বছরের মতো এবারো বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১০০ কোটির নিচে নেমে আসতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। কাঁচা চামড়া কেনা ও প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে সম্পৃক্তরা বলছেন, সরকার সারা দেশে লবণ সরবরাহসহ চামড়া সংরক্ষণে বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু ঋণ না পেলে গত কয়েক বছরের মতো এবারো ঈদুল আজহা ও তার পরের দুই-তিনদিন চামড়া নিয়ে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে। এক্ষেত্রে অতীতের মতো সংগ্রহকারীরা চামড়া বিক্রি করতে না পেরে ক্ষতির মুখে পড়বেন।

ঈদুল আজহার টানা সাতদিনের সরকারি ছুটি শুরুর আগে গতকাল ছিল শেষ কর্মদিবস। এদিনও অনেক ব্যাংক গ্রাহকের অনুকূলে চামড়া কেনার ঋণ অনুমোদন চূড়ান্ত করতে পারেনি। কারণ এ খাতের বেশির ভাগ গ্রাহক খেলাপি হওয়ায় ঋণ অনুমোদন দেয়া যায়নি বলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক নির্বাহীরা বণিক বার্তাকে জানিয়েছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক প্রতি বছরই চামড়া কেনায় ঋণ দিয়ে আসছে। কিন্তু ব্যাংকটির কোনো গ্রাহকই যথাসময়ে ঋণ ফেরত দিতে পারেননি। বর্তমানে চামড়া খাতে রূপালী ব্যাংকের

এরপর ›› পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

চামড়া রফতানি

অর্থবছর	কোটি ডলার
২০১৫-১৬	২৭.৭৯
২০২৪-২৫	১২.৮২
২০২৫-২৬*	১০.৮৩
চামড়া খাতে মোট ব্যাংক ঋণ স্থিতি	১৫,০২৮ কোটি টাকা

*জুলাই-এপ্রিল

সূত্র : বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২৪ সালে চামড়া কেনায় ১২৫ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ দেয়া হলেও গত বছর তা ৬৫ কোটি টাকায় নেমে আসে। চলতি বছরও ব্যাংকগুলো এ খাতে ঋণ বিতরণ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরে চামড়া কেনায় ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২২৮ কোটি টাকা, গত বছর এ লক্ষ্যমাত্রা ৬৪৪ কোটি টাকা ছিল

ঋণ রয়েছে ৭৬৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪৫৩ কোটি টাকাই খেলাপি। বাকি ৩১৪ কোটি টাকা পুনঃতফসিল করা হয়েছে। কিন্তু কোনো গ্রাহকই শর্ত মেনে ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত না হওয়ায় এ বছর চামড়া খাতে ঋণ বিতরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রূপালী ব্যাংক পর্ষদ।

খেলাপি হওয়া সত্ত্বেও চলতি বছর চামড়া খাতে ৯১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে অগ্রণী ব্যাংক। তবে শেষ পর্যন্ত কত টাকা বিতরণ করা সম্ভব হবে, সেটি নিয়ে ব্যাংকটির কর্মকর্তাদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। এ বিষয়ে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনোয়ারুল ইসলাম বণিক বার্তাকে বলেন, 'চামড়া কেনায় ৯১ কোটি টাকা বিতরণের বিষয়ে আমাদের পর্ষদ অনুমোদন দিয়েছে। সমস্যা হলো, এ খাতের ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগ খেলাপি। এ কারণে ঋণ বিতরণ করা কঠিন হয়ে গেছে।'

চামড়া শিল্পের বিপর্যয়ের সূত্রপাত ২০১৩ সালে, হাজারীবাগ থেকে সাভারে ট্যানারি স্থানান্তরের পর। তখনই এ শিল্পের কাঠামোগত সংকট প্রকট হতে শুরু করে। তবে সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে ২০১৯ সালের কোরবানির ঈদে। সে বছর সরকার নির্ধারিত দাম থাকলেও মাঠ পর্যায়ে তা বাস্তবায়ন হয়নি। দেশের বিভিন্ন স্থানে কাঁচা চামড়া পানির দামে বিক্রি হয়, কোথাও কোথাও তা মাটিতে পুঁতে ফেলতে বা ফেলে দিতে দেখা যায়। মৌসুমি ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের বড় অংশ এ ব্যবসা থেকে সরে যেতে শুরু করেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সাভার ট্যানারি শিল্পনগরীতে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) কার্যকর না হওয়ায় আন্তর্জাতিক পরিবেশগত মানদণ্ড পূরণ সম্ভব হয়নি। এতে বাংলাদেশের ট্যানারিগুলো দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক 'লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ' (এলডব্লিউজি) সনদ পেতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর প্রভাব পড়েছে রফতানিতে। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের বড় অংশ বাংলাদেশী চামড়া এড়িয়ে যেতে শুরু করে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য বলছে, এক দশক আগে ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও দেশ থেকে ২৭ কোটি ৭৯ লাখ ডলারের চামড়া রফতানি হয়েছিল। কিন্তু গত এক দশক তা ধারাবাহিকভাবে কমেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশ থেকে মাত্র ১২ কোটি ৮২ লাখ ডলারের চামড়া রফতানি হয়েছে। আর চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে (জুলাই-এপ্রিল) রফতানি হয়েছে মাত্র ১০ কোটি ৮৩ লাখ ডলারের চামড়া। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চামড়া খাতে বর্তমানে ১৫ হাজার ২৮ কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ রয়েছে।

এবার যাতে কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে বিশৃঙ্খলা না হয়, সেটির জন্য সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বেশকিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঢাকায় প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৬২-৬৭ টাকা, যা গত বছর ছিল ৬০-৬৫ টাকা। অন্যদিকে ঢাকার বাইরে প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত গরুর চামড়ার দাম নির্ধারণ করা হয় ৫৭-৬২ টাকা, যা গত বছর ছিল ৫৫-৬০ টাকা। আর খাসির চামড়ার দাম প্রতি বর্গফুট লবণযুক্ত ২৫-৩০ ও বকরি ২২-২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ঢাকা ও ঢাকার বাইরে কার্যকর হবে। চামড়া সংরক্ষণের জন্য সারা দেশের মাদরাসা, এতিমখানা ও লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে বিনামূল্যে ১৭ কোটি ৬০ লাখ টাকার লবণ দিয়েছে সরকার।

চামড়া কেনা ও সংরক্ষণে প্রস্তুতির বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহীন আহমেদ বণিক বার্তাকে বলেন, 'সরকার বিনামূল্যে লবণ দেয়াসহ বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে। ট্যানারিগুলোর কাজ হলো চামড়া সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা। আমরা নিজেদের দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি নিয়েছি। তবে চাহিদা অনুযায়ী ব্যবসায়ীরা ঋণ পাচ্ছেন না। কয়েক বছর ধরেই এ সংকট চলছে।'

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবশ্য ঋণ পুনঃতফসিল সহজ করাসহ চামড়া খাতে ঋণ দিতে বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান। তিনি এও বলেন, 'সমস্যা হলো, কোনো ঋণখেলাপি ব্যবসায়ীকে তো আইন অনুযায়ী নতুন ঋণ দেয়া যায় না। আমরা আইনের মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ ছাড় দেয়ার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছি।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ..... ঢাকা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

25 MAY 2026

GLOBAL HEADWINDS

External sector may face tough times by end of FY26: BB

- Tariff shocks, geopolitical tensions pose major economic risks
- Export growth may remain weak amid global headwinds
- Inflation risks persist due to rising import-related costs

SIDDIQUE ISLAM

The central bank has warned that Bangladesh may face mounting external-sector pressures by the end of fiscal year (FY) 2025-26 amid global trade tensions, geopolitical uncertainties and potential tariff shocks.

"...global trade tensions, geopolitical uncertainties, and potential tariff shocks could pose challenges to external sector performance in FY26," the Bangladesh Bank (BB) said in its latest annual report for FY 2024-25.

The central bank also said global headwinds, including tariff shocks, trade fragmentation and intensifying geopolitical uncertainties, may continue to limit Bangladesh's export growth prospects in FY26.

The observation comes against the backdrop of volatility in global oil markets, which could add to external cost pressures on the economy.

"Such shocks may continue up to FY27, not only FY26, as lower export earnings are likely to persist in the near future," said Md Ezazul Islam, director general of the Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM), explaining the country's potential external challenges.

He also said that India and China enjoy greater export competitiveness than Bangladesh in the European market.

"Apart from these shocks, the recent US-Israel-Iran conflict may also affect our external sector by increasing the cost of international trade in goods and services," said Dr Islam, a former executive director of the central bank.

In a new political landscape, Bangladesh's economy faces significant macroeconomic challenges, including elevated inflationary pressures, sluggish private sector investment, weak governance and uncertainties in international trade policy, according to the report.

"Due to sluggish private sector investment, along with supply chain disruptions emanating from social unrest and political uncertainties, domestic demand has slowed down," the central bank explained.

Meanwhile, Bangladesh's economy grew by 3.97 per cent in FY25, down from 4.22 per cent in FY24.

Headline inflation, which peaked at 11.66 per cent in July 2024, gradually eased to 8.48 per cent in June 2025, reflecting the impact of a tight monetary policy stance, declining global commodity prices, and stabilisation of the Bangladeshi taka (BDT) against the US dollar through a crawling peg exchange rate system, as the economy moved towards a fully flexible exchange rate regime in May 2025.

"Upside risks may persist in the near term owing to increased import costs stemming from escalated US-imposed tariffs, passing through essential commodities and thus further fuelling inflationary pressure," the central bank noted.

However, adequate rainfall and a favourable agricultural environment, eased geopolitical tensions, subdued global prices and an effective monetary policy stance may help ease inflationary pressure, it added.

It also said private sector investment remained subdued in FY25, constrained by high interest rates, persistent inflation and tighter liquidity conditions.

Shifting towards a fully flexible exchange rate, Bangladesh's external sector showed signs of improvement in FY25, supported by better export performance, stronger remittance inflows and inflows of external assistance.

Foreign exchange reserves are projected to reach approximately US$34 billion in FY26, though the outlook remains contingent on global demand

end of FY26: BB

- Tariff shocks, geopolitical tensions pose major economic risks
- Export growth may remain weak amid global headwinds
- Inflation risks persist due to rising import-related costs

SIDDIQUE ISLAM

The central bank has warned that Bangladesh may face mounting external-sector pressures by the end of fiscal year (FY) 2025-26 amid global trade tensions, geopolitical uncertainties and potential tariff shocks.

"...global trade tensions, geopolitical uncertainties, and potential tariff shocks could pose challenges to external sector performance in FY26," the Bangladesh Bank (BB) said in its latest annual report for FY 2024-25.

The central bank also said global headwinds, including tariff shocks, trade fragmentation and intensifying geopolitical uncertainties, may continue to limit Bangladesh's export growth prospects in FY26.

The observation comes against the backdrop of volatility in global oil markets, which could add to external cost pressures on the economy.

"Such shocks may continue up to FY27, not only FY26, as lower export earnings are likely to persist in the near future," said Md Ezazul Islam, director general of the Bangladesh Institute of Bank Management (BIBM), explaining the country's potential external challenges.

He also said that India and China enjoy greater export competitiveness than Bangladesh in the European market.

"Apart from these shocks, the recent US-Israel-Iran conflict may also affect our external sector by increasing the cost of international trade in goods and services," said Dr Islam, a former executive director of the central bank.

In a new political landscape, Bangladesh's economy faces significant macroeconomic challenges, including elevated inflationary pressures, sluggish private sector investment, weak governance and uncertainties in international trade policy, according to the report.

"Due to sluggish private sector investment, along with supply chain disruptions emanating from social unrest and political uncertainties, domestic demand has slowed down," the central bank explained.

Meanwhile, Bangladesh's economy grew by 3.97 per cent in FY25, down from 4.22 per cent in FY24.

Headline inflation, which peaked at 11.66 per cent in July 2024, gradually eased to 8.48 per cent in June 2025, reflecting the impact of a tight monetary policy stance, declining global commodity prices, and stabilisation of the Bangladeshi taka (BDT) against the US dollar through a crawling peg exchange rate system, as the economy moved towards a fully flexible exchange rate regime in May 2025.

"Upside risks may persist in the near term owing to increased import costs stemming from escalated US-imposed tariffs, passing through essential commodities and thus further fuelling inflationary pressure," the central bank noted.

However, adequate rainfall and a favourable agricultural environment, eased geopolitical tensions, subdued global prices and an effective monetary policy stance may help ease inflationary pressure, it added.

It also said private sector investment remained subdued in FY25, constrained by high interest rates, persistent inflation and tighter liquidity conditions.

Shifting towards a fully flexible exchange rate, Bangladesh's external sector showed signs of improvement in FY25, supported by better export performance, stronger remittance inflows and inflows of external assistance.

Foreign exchange reserves are projected to reach approximately US$34 billion in FY26, though the outlook remains contingent on global demand conditions, commodity price movements and the effectiveness of domestic policy measures.

"Over the medium term, sustained remittance inflows, increased foreign investment and prudent management of a flexible exchange rate are expected to alleviate pressures on the balance of payments and bolster external sector resilience," the report added.

siddique.islam@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

The Financial Express
25 MAY 2026

Commerce minister urges sector-based export plans to tap Saudi market

FE REPORT

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir has urged businesses to submit sector-specific and realistic proposals to expand Bangladesh's export footprint in Saudi Arabia and the Middle Eastern market.

He assured exporters that the government is ready to provide all necessary policy and financial support if they move away beyond conventional approaches and adopt strategic, sector-based plans.

The minister made the remarks during a meeting with a delegation from the Saudi Arabia-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (SABCCI) at his secretariat office on Sunday.

Highlighting Bangladesh's heavy reliance on the readymade garments (RMG) sector, the minister noted that there is immense untapped potential in Saudi Arabia for Bangladeshi pharmaceuticals, leather goods, jute products, and agro-processed foods, alongside RMG products tailored to local Saudi consumer preferences.

During the meeting, SABCCI President Ashraful Haq Chowdhury highlighted that Saudi Arabia offers massive trade opportunities for Bangladeshi products and services.

rezamumu@gmail.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard

25 MAY 2026

Bangladesh expands export cargo screening capacity at Dhaka, Sylhet airports

AVIATION – BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh has further expanded its export cargo screening capacity at airports, marking a major step forward in aligning its aviation security system with international standards.

Through continued and coordinated efforts by the Civil Aviation Authority, approval has been reinstated for the use of explosive detection dog screening for direct UK-bound export cargo at Dhaka airport, said a press release yesterday.

The reinstatement is also expected to reduce delays and additional re-screening risks while helping exporters save both time and costs through smoother direct cargo transportation.

At the same time, export cargo screening capacity at Sylhet airport has significantly increased following the launch of a second explosive detection system.

According to civil aviation, the additional detection system will enable faster, uninterrupted and more efficient cargo screening operations at Sylhet airport.

Shahjalal Airport obtained its first 3rd-country EU aviation security-validated regulated agent validation in 2017, allowing direct export cargo shipments to the EU and the UK.

Under the arrangement, four screening methods – explosive detection system, explosive detection dog, X-ray, and another method — were used for export cargo screening, reads the release.

However, in 2021, the UK's Department for Transport temporarily suspended approval for the explosive detection dog method for direct UK-bound cargo.

The Business Standard
25 MAY 2026

Textile millers propose reducing income tax from 27.5% to 10%

INDUSTRIES – BANGLADESH

ABUL KASHEM

BKMEA seeks waiver of Tk420 crore in loans for 50 factories

The Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) has proposed reducing the existing income tax rate on textile mills from 27.5% to 10% until 2030 in the upcoming national budget.

The industry body made the proposal to Finance Minister Amir Khosru Mahmud Chowdhury, citing disruptions to production

CONTINUED FROM PAGE 1

caused by the lingering effects of Covid, global geopolitical tensions, and the lack of uninterrupted gas and electricity supply. The BTMA also pointed to the fact that the tax rate for the export-oriented ready-made garment sector remains at 12%.

In a separate appeal, the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) has requested Finance Secretary Khairuzzaman Mozumder to waive Tk420 crore in bank loans owed by 50 of its member factories.

In 2015, the National Board of Revenue fixed a 15% income tax rate for industries involved in textile production, including yarn manufacturing, yarn dyeing, finishing, coning, fabric production, fabric dyeing and printing.

That incentive was granted for 10 years and expired on 30 June last year. As a result, the tax rate on these factories rose to 27.5% in the current fiscal year, while the export-oriented apparel sector continues to enjoy a 12% rate.

In a letter signed by BTMA President Showkat Aziz Russell, the association said the current tax structure is discriminatory and undermines the competitiveness of the primary textile sector.

"As a result, the primary textile sector is facing a comparatively higher tax burden, which is discriminatory and contrary to the sector's competitiveness," the letter said.

The BTMA said the textile industry is currently facing multiple pressures, including higher gas and electricity prices, energy shortages, ele- [illegible] depreciation,

global competition ahead of Bangladesh's LDC graduation.

It also noted that subsidised yarn and fabrics from neighbouring countries are entering Bangladesh at comparatively lower prices due to various government support measures in those markets.

According to the BTMA, more than 200 textile mills have already shut down, while most of the remaining mills are operating at only 60-70% of their production capacity, putting the sector under severe financial strain.

Meanwhile, in a letter signed by BKMEA President Mohammad Hatem, the association requested the government to classify 50 factories as sick industries and waive their outstanding bank loans.

BKMEA said the factories have struggled due to weak international competitiveness, corruption by bank officials and, in some cases, the death of business owners.

"We believe the state has a responsibility toward these institutions. Altogether, 50 factories have total principal liabilities of Tk819.85 crore with 16 banks," Mohammad Hatem said.

He said the largest share of the debt is owed to Sonali Bank, amounting to Tk233.27 crore.

The remaining liabilities include Tk20.28 crore to United Commercial Bank, Tk19.33 crore to Janata Bank, Tk16.21 crore to Pubali Bank, Tk6.5 crore to IFIC Bank, Tk1.96 crore to National Bank Limited, Tk2.8 crore to First Security Islami Bank, Tk56.5 crore to Southeast Bank, Tk3.07 crore to Rupali Bank, Tk5.57 crore to AB Bank, Tk9.63 crore to Jamuna Bank and